# শিশুদিগের ধর্ম্মগীত।

# BENGALI HYMNS

FOR

# CHILDREN.

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1881.

SCP
3703

[Price one anna.] [মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

Division
Section

# শিশুদিগের ধর্ম্মগীত।

LIBRARY OF PRINCETON
FEB 10 1937
THEOLOGICAL SEMINARY

# BENGALI HYMNS

FOR

# CHILDREN.

THIRD EDITION.

---

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1881.

SCP
3703

# গীতের প্রথম চরণের নির্ঘণ্ট।


অদ্য যীশু উঠিলেন, ... ... ... ... ... ১৫
অনায়াসে লয়ে যাও হে, ... ... ... ... ৪২
আইস, আইস, প্রভু খ্রীষ্ট, ... ... ... ... ৪৩
আইস, আইস, সর্ব্ব পাপী, ... ... ... ... ৩১
আঃ, আমি কি নিঃসম্বল জন, ... ... ... ৫৭
আকাশের নীচে যত জন, ... ... ... ... ২০
আনন্দে আনন্দে যাই চল যাই, ... ... ... ২৮
আমার যীশু কোথা তিনি ? ... ... ... ... ৫২
আমার সুখের নাহি শেষ, ... ... ... ... ৫৬
আমার সকল পাপ জানাইতে, ... ... ... ৩২
আমি বাল্যকালে, ... ... ... ... ... ৫
আমি অতি পাপকারক, ... ... ... ... ৩৬
উর্দ্ধে আছে চিরস্থায়ী, ... ... ... ... ... ২৬
এস ভারগ্রস্ত সকলে, ... ... ... ... ... ৪১
ওহে ঈশ্বর তোমার ঠাঁই, ... ... ... ... ৬
ওহে পিতঃ প্রাতে, ... ... ... ... ... ১৭
ওহে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, ... ... ... ... ... ৩৪
কথা এক শুনিলাম, স্মরণ মোর হয়, ... ... ১৩

কে আছে যীশুর তুল্য? ... ... ... ... ১৪
গাই খ্রীষ্টের প্রেমের কীর্ত্তি,... ... ... ... ৩১
গেল গেল দিনমান, ... ... ... ... ... ১৯
জানি এক সুখ দেশ, ... ... ... ... ... ২৪
দয়া কর আমার উপর, ... ... ... ... ৫৫
দিবসের হইল অন্ত, প্রভু হে, ... ... ... ৪০
দিবস হইল অবসান, ... ... ... ... ... ৪৮
ধর্ম্মশাস্ত্রে যেই জন, ... ... ... ... ... ২১
পাপিষ্ঠ আমি যে, ... ... ... ... ... ৪৫
পুণ্যের আকর ধর্ম্মসিন্ধু, ... ... ... ... ৮
প্রভাতে হইয়া সচেতন, ... ... ... ... ৫৩
প্রভাত হইলে আমার মন, ... ... ... ... ১৬
প্রিয় শিশু আইস সকল, ... ... ... ... ৫০
প্রেম যে তুমি, আপন তুল্য,... ... ... ... ৩৯
বিচারদিনের মহাশ্চর্য্য, ... ... ... ... ২৯
মরুভূমি মধ্য দিয়া, ... ... ... ... ... ২
মরে যখন যীশুর লোক, ... ... ... ... ৫১
মোর জন্যে খ্রীষ্ট কি করিলেন? ... ... ... ১১
যখন আমার মনে হয়, ... ... ... ... ৫
যদি হই সর্ব্ব প্রাপ্ত, ... ... ... ... ... ৫৭
যিরূশালেম হে সুন্দরি,... ... ... ... ... ১৫
যিরূশালেম, যিরূশালেম, ... ... ... ... ২১

যীশু খ্রীষ্ট পরম নাম, সে সর্ব্ব গুণধাম, ... ... ১
যীশু শিশুগণ যে আমরা, ... ... ... ... ১০
যীশু প্রভু কেমন নম্র, ... ... ... ... ... ১২
যীশু প্রভু পুনর্ব্বার, ... ... ... ... ... ৩০
যীশু খ্রীষ্টের কৃপা সহ, ... ... ... ... ৩৮
যীশু, তোমার অপেক্ষায়, ... ... ... ... ৪৪
রাজাদের মহারাজ, ... ... ... ... ... ৩
শিশু বল কেন হে, ... ... ... ... ... ৯
শুন. পরিশ্রান্ত জন, ... ... ... ... ... ৪৬
শুনিলাম যীশুর মধুর রব, ... ... ... ... ৫৮
স্বর্গস্থ প্রভু হে, ... ... ... ... ... ... ৪
স্বর্গস্থ আসন ঘেরিয়া, ... ... ... ... ... ২৩
স্বীয় লোকের উদ্ধারে.... ... ... ... ... ৪৭
হায়, যীশুকে কি দিব ? ... ... ... ... ১৮
হে যীশু, তোমার পুণ্যাভা, ... ... ... ... ৩৫
হে পরমাত্মা কৃপাবান, ... ... ... ... ৪৯
হে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, ... ... ... ... ৩৭
হেথা আছে নানা দুঃখ, ... ... ... ... ২২

# শিশুদিগের ধর্ম্মগীত।

## ১

National Air.

১। যীশু খ্রীষ্ট্ পরম নাম, তেঁই সর্ব্ব গুণধাম,
জগতের ত্রাণ।
কর তাঁর মহা স্তব, অতি আনন্দ রব,
সাধু হে আইস সব, গাও এই গান।

২। যিনি দেন আপন প্রাণ, করিতে পাপির ত্রাণ,
জয় জয় হৌক তাঁর,
জগতের সর্ব্ব জন, যীশুর অতুল্য গুণ,
গান কর সর্ব্বক্ষণ, ভুল না আর।

৩। যীশুর সেই অসীম প্রেম, দেখিয়া খণ্ডাও ভ্রম,
জানি তা সার,
মরিয়া পুনর্ব্বার, উঠিলেন ত্রাণাকর,
নিশ্চয় দেখান আপনার, শক্তি অপার।

৪। প্রকাশ হউক যীশুর নাম, ব্যাপিয়া সর্ব্ব ধাম,
কিবা গুণ তাঁর !
সুগন্ধ পুষ্পের ঘ্রাণ, যেমনি পূরয়ে স্থান,
তেমন, হে দয়াবান, হও সুখকর।

---

## ২ 8. 7. 4.

১। মরুভূমি মধ্য দিয়া,
প্রভু, মম নেতা হও,
বল ও শক্তিশূন্য আমি,
আমার হস্ত ধরি লও ;
স্বর্গমান্না
প্রতি দিবসে যোগাও।

২। জীবনদায়ী জলের উৎস
এখন যেন মুক্ত হয়,
স্তম্ভরূপী মেঘ ও অগ্নি
যেন মম পথ দেখায় ;
দিবা রাত্রি
হইও রক্ষক ও সহায়।

৩। শেষে যর্দ্দন নদীতীরে
যখন করি পদার্পণ,
মোরে কর নিরাপদে
কনান্ দেশে উত্তরণ;
সেথা হইবে,
নিত্য তব সংকীর্ত্তন।

## ৩

National Air.

১। রাজাদের মহারাজ,
ভবিষ্যৎ ভূত ও আজ,
চিরকাল সেই;
স্বর্ তব সিংহাসন,
পৃথিবী পদাসন,
দীপতি পরিধান,
প্রকাশিত হও।

২। সমুদ্র জলেতে
পূরিত যে মতে
ভব সেই মত;
তোমারই মহিমার

জ্ঞানেতে পূর্ণ হৌক,
তেজোময় হইবে,
পৃথিবী সব।

৩। স্বর্গ ও পৃথিবী
সকলই তোমারি,
সত্বরে লও;
করিতে অধিকার
কত বিলম্ব আর
করিবা, প্রভু হে?
প্রসন্ন হও।

## ৪

National Air.

১। স্বর্গস্থ প্রভু হে,
আমাদের দেশেতে
দেও আশীর্ব্বাদ;
যাহাতে মঙ্গল হয়,
কুশল ও শান্তি রয়,
দান কর, দয়াময়,
তব প্রসাদ।

২। ধর্ম্মময় আত্মা হে,
রাজাদের অন্তরে
নিবাসী হও;
প্রজাকে কর দান
বাধ্য ও সরল মন;
ন্যায় ও সদাচরণ
দেশে বাড়াও।

৩। দেবের উপাসনা,
ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা
ঘুচিয়া যাউক;
খ্রীষ্ট যীশুর মণ্ডলী
হইয়া বিজয়িনী,
দেশের সর্ব্বত্রই
স্থাপিতা হউক।

## ৫ 6. 5.

১। আমি বাল্যকালে
যীশুর শরণ লই,
পাছে শত্রুজালে
কভু ধৃত হই।

যদি কোন ক্রমে
মন্দ পথে যাই,
যীশু, তব প্রেমে
যেন রক্ষা পাই।

২। এই মিথ্যা ভবে
ঘটে যদি সুখ,
স্মরি যেন তবে
সদা যীশুর দুঃখ।
আবার কোন তাপে
যদি তাপী হই,
তাঁরই প্রেমালাপে
যেন শান্তি পাই।

৩। মৃত্যু যখন শেষে
হবে ভয়ঙ্কর,
যীশু, সেই ক্লেশে
দিও অভয় বর।
তব প্রতিজ্ঞাতে
হইয়া শ্রদ্ধাবান্,
আমি তোমার হাতে
অর্পণ করি প্রাণ।

৬ 78.

১। ও হে ঈশ্বর তোমার ঠাঁই
নম্র মনে ইহা চাই,
আমি শিশু কোমল-প্রাণ
দেহ আমায় তত্ত্ব-জ্ঞান।
২। প্রভো আমার নিবেদন,
নূতন কর মুগ্ধ মন,
তব সহিত কর যোগ,
হবে আমার কৃপা ভোগ।
৩। তব শাস্ত্রে যেন হয়
মম চিত্ত হর্ষময়,
তাহা যেন মূল্যবান্,
নিত্য আমি করি জ্ঞান।
৪। মম রক্ষক নাহি আন,
কর আমায় সাবধান,
সত্য পথে রাখ পদ,
যেন না হয় অপরাধ।
৫। যাবৎ থাকি জীবৎমান,
তোমার সেবায় সঁপি প্রাণ,
অন্তে যেন তোমার পাশ,
নিত্য হয় মোর সুখে বাস।

৭ 7৪.

১। যখন আমার মনে হয়
পাপের হেতু শোক ও ভয়,
শয়তান এবং রিপুগণ
যখন করে আক্রমণ,
তখন প্রিয় যীশু হে,
স্মরণ কর আমাকে।

২। জগৎহইতে যে সময়
তাড়না ও নিন্দা হয়,
যখন ঘটে ক্লেশ ও রোগ
কিম্বা বিষম দুঃখভোগ,
সেই কালে, প্রভু হে,
স্মরণ কর আমাকে।

৩। যখন হইবে মৃত্যুর ভয়,
এবং দেহ পাবে ক্ষয়,
আরও যখন আসিয়া
রাজ্য গ্রহণ করিবা,
তখন মহাত্রাতা হে,
স্মরণ কর আমাকে।

৮ 8. 7. 4.

১। পুণ্যের আকর ধর্ম্মসিন্ধু,
ও হে যীশু পবিত্র,
তোমাতে নাই পাপের বিন্দু,
শুদ্ধ সত্ত্ব নিয়ত ;
ও হে যীশু তোমার তুল্য
আমায় কর পবিত্র ।

২। নম্র যীশু, তুমি ছিলা
পিতার ইচ্ছার বশীভূত ;
মেষের তুল্য স্বপ্রাণ দিলা,
কভু খুলিলা না মুখ ;
ও হে যীশু, তোমার তুল্য
আমায় দেও নম্র মন ।

৩। তুমি সর্ব্বদা জাগ্রত
রাত্রে কৈলা প্রার্থনা,
দিনে তুমি অবিরত
দুঃখির মঙ্গল করিলা ;
আমি যেন তোমার তুল্য
জাগ্রৎ থাকি সর্ব্বক্ষণ ।

৪। কোমল যীশু, নির্দ্দোষ হইয়া,
সৈলা দুষ্টের অপমান ;
তাদের প্রতিফল না দিলা,
কৈলা ক্ষমার নিবেদন ;
কোমল যীশু, আমায় কর
তোমার তুল্য ক্ষমাবান।

৫। ও হে যীশু পুণ্যের সিন্ধু,
প্রাণের অধিক প্রিয়তম ;
আমার হৃদয় কর সাধু,
যেমন তোমার নিদর্শন ;
ধর্ম্মের ফল মোর মনে যেন
বিস্তররূপে বৃদ্ধি পায়।

---

## ৯

7৪

শিক্ষক, ১। শিশু বল কেন হে,
যীশু আইলেন মরিতে ?
শিশু, মোদের জন্যে শুনিলাম,
কিবা মধুর তাঁহার নাম।

শিক্ষক, ২। তোমাদের যে কর্ত্তব্য,
তা কি জান বল গো ?
শিশু, তাঁহার প্রাপ্য মোদের মন,
প্রেম ও ভক্তি সর্ব্বক্ষণ।
শিক্ষক, ৩। তাঁতে বিশ্বাস করিলে,
তিনি লইবেন তোদিগে ?
শিশু, শীঘ্র তাঁকে খুঁজিলে,
অসীম দয়া পাইব হে।
শিক্ষক, ৪। এখন তাঁহার দয়া চাও,
শিশু, ত্রাতা মোদের অন্তর লও।
সকলে, শুন মোদের নিবেদন,
গ্রহণ কর মোদের মন।

## ১০ 87. 4.

১। যীশু, শিশুগণ যে আমরা,
তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াই,
তোমার ভয় ও স্তুতি করা,
শিখাও মোদিগকে হেথায়।
শিশুর বন্ধু,
আশীষ্ দেহ সর্ব্বদাই।

২। আমাদিগ্‌কে রক্ষা কর,
বাহির ভিতর গমনে,
সদা মোদের হস্ত ধর
চালাও তোমার সুপথে।
শিশুর বন্ধু,
আমরা থাকি তোমাতে।

৩। যে যে শিক্ষা আমরা পাইব
তাতে যেন জ্ঞানী হই,
কথায় ক্রিয়াতে দেখাইব,
তোমা বই আর কারো নই।
শিশুর বন্ধু,
তোমায় করিব প্রত্যয়।

## ১১

১। মোর জন্যে খ্রীষ্ট্ কি করিলেন ?
সুকনান্‌হইতে এস্যে,
দুঃখ ভুগি ক্রুশে মরিলেন,
তাই যাইব কনান্ দেশে।

সে সুন্দর কনান্ দেশেতে
পাই উজ্জ্বল মুকুট শেষে,
ও জয়রূপ শাখা হস্তেতে
ভাই আইস কনান্ দেশে।
কনান্ সুকনান্,
সে সুন্দর দেশে,—কনান্,
আঃ, কনান্ বড় সুন্দর স্থান,
ভাই আইস কনান্ দেশে।

২। সৎগণের সহিত মিলিলে,
সে সুন্দর কনান্ দেশে,
খ্রীষ্ট্ ধনে পাইব পৌঁছিলে,
সে সুখের কনান্ দেশে।
খ্রীষ্ট্ আসীন দিব্য আসনে,
ঐ উত্তম কনান্ দেশে,
ডাকেনও সব শিশুগণে,
বাস কর্‌তে কনান্ দেশে।

৩। হে পাপী, ফিরে আইস গো,
খ্রীষ্ট্ থাকেন কনান্ দেশে,
দূতগণের সুখ ও আনন্দ,
পাবে হে কনান্ দেশে।

ত্রাণ উস্থইর নিকট আইস গো,
সে উঠে কনান্ দেশে,
অতুল্য সুখ ও আনন্দ,
রয় সুন্দর কনান্ দেশে।

## ১২

8. 7.

১। যীশু প্রভু কেমন নম্র,
কেমন মিষ্ট তাঁহার স্বর।
কভু নাহি খুঁজি অন্য,
তিনি আমার মনের বর।

২। খল ও কুটিল নহেন তিনি,
তাঁহার মুখে মিথ্যা নাই।
শিশুগণের বন্ধু যিনি,
আমি তাঁহার সখা হই।

৩। দেখ, কেমন মিষ্ট স্বরে
শিশুদিগে ডাকিলেন।
তাহাদিগে লইলেন ক্রোড়ে,
এবং চুম্বন করিলেন।

৪। সকল রোগি লোকের প্রতি,
তাঁহার দয়া বিলক্ষণ।
যারা ভীত দীনহীন অতি,
তাহাদিগে ভাই লোক কন।

৫। আর যে প্রত্যেক দীনহীন পাপী,
তাঁকে করো সদাশ্রয়।
মনে হইল অনুতাপী,
তাকে তিনি ঠেলেন নাই।

৬। তাঁহার পদে হাঁটু গাড়ি,
ভিজে গেল আমার মন।
তাঁকে আমি নাহি ছাড়ি,
যীশু কেবল আমার ধন।

## ১৩

১। কথা এক শুনিলাম স্মরণ মোর হয়,
যীশু খ্রীষ্ট আছিলেন পূর্ব্বে হেথায়,
ডাকিলেন শিশুগণ আপনার ঠাঁই,
আমিও খুসিতে রইতাম সেথায়।

২। মাথায় মোর রাখিতেন আপনার হাত,
আলিঙ্গন করিতেন দিয়া প্রসাদ,
প্রসন্ন বদনে বল্‌তেন আমায়,
শিশু সব আসিতে দেও মোর ঠাঁই।

৩। তাঁহাকে দেখিতে ভাগ্য মোর নাই,
এখন তাঁর নিকটে যাইতেও পাই,
হেথায় তাঁর অন্বেষণ করে যে জন,
স্বর্গেতে দেখিবে তাঁহারি ধন।

৪। গিয়াছেন স্বর্গালয় কর্‌তে প্রস্তুত,
তথায় রয় আনন্দ শান্তি অদ্ভুত,
কত শত শিশু তো সেথায় পায় স্থান,
স্বর্গীয় রাজত্ব এই মত লোক পান।

৫। হায়, কত শিশু এ ভবে বেড়ায়,
জানে না মানে না স্বর্গের আলয়,
সকলকার নিমিত্তে প্রস্তুত রয় স্থান,
ডাকেনও তাদিগকে খ্রীষ্ট দয়াবান।

৬। শুভ ও মনোহর পবিত্র দিন,
যখনি উঠিব অপরাধহীন,
যীশুকে দেখিব শিশুদের সাথ,
আমরা সব ভোগিব মহাশীর্ব্বাদ॥

## ১৪ 7. 6.

১। কে আছে যীশুর তুল্য ?
কে দিবে আপন প্রাণ ?
তাঁর মৃত্যু যে অমূল্য,
তা সাধে আমার ত্রাণ।

২। তাঁর কলেবর বিদীর্ণ,
ও ক্রুশে বিদ্ধ হাত,
তাঁর বদন দুঃখে শীর্ণ,
তাঁর চক্ষুর অশ্রুপাত।

৩। তাঁর খেদ ও কাতরোক্তি,
তাঁর জীবন বিসর্জ্জন ;
তায় হইল তব মুক্তি,
না কভু ভুল, মন।

৪। হে যীশু দীনের বন্ধু,
হে অতি কৃপাবান,
তোমার সে দুঃখসিন্ধু
তা সদা করি ধ্যান।

৫। এ সংসার করো ত্যাজ্য,
না কভু চাহি আর ;
তোমারই নিত্য রাজ্য,
হউক আমার অধিকার।

## ১৫ 78.

১। অদ্য যীশু উঠিলেন,
ইহা কেমন শুভ দিন ;
খ্রীষ্টের আত্ম-বলিদান,
সাধে মোদের পরিত্রাণ।

২। আইস আমরা হৃষ্ট হই,
স্বর্গরাজের কীর্ত্তি গাই ;
ক্রুশে যিনি মরিলেন,
তিনি জীবন নিত্য দেন।

৩। আহ্লাদ কর, ভক্তগণ,
খ্রীষ্টের নামে সর্ব্বক্ষণ ;
মৃত্যুচ্ছায়া হইল নাশ,
জীবন-দীপ্তি পায় প্রকাশ।

৪। আমরা যেন সর্ব্বদাই,
যীশুর অনুগামী রই ;
শেষে মৃত্যু করো জয়,
হইয়া উঠি তেজোময়।

---

## ১৬ 7s.

১। প্রভাত হইলে আমার মন
নিত্য গাইও যীশুর গুণ,
অহর্নিশি কর গান,
বিভু নামে সঙ্কীর্ত্তন।

২। যখন ছিলাম নিদ্রায় ঘোর
তিনি ছিলেন রক্ষক মোর,
এখন জাগ্যা যীশুর স্তব
কর তনু, মন, রব।

৩। দেখিতেছি দিনের ভোর,
তাতে অতি আহ্লাদ মোর,
কোকিলাদি পক্ষিগণ
সুনাদ করে ক্ষণে ক্ষণ।

৪। দেখ ভানু তেজোময়
পূর্ব্বদিগে তার উদয়,

সৃষ্টি জাগরিত হয়,
নানা রূপে স্তুতি গায়।

৫। চেতন হইও আমার মন,
যিনি রাখেন সর্ব্বক্ষণ,
যিনি সৃষ্টি-শিল্প-কার,
নিত্য কর স্তুতি তাঁর।

৬। রক্ষ দয়াল ভগবান,
কর তনু প্রাণের ত্রাণ,
অহর্নিশি সর্ব্বক্ষণ,
শীতল রাখ আমার মন।

৭। শেষ প্রভাত যখন হয়,
মৃত হবে চেতনময়,
ধার্ম্মিক তখন করে গান,
পাবে স্বর্গে দিব্য স্থান।

---

## ১৭ 6. 5.

১। ওহে পিতঃ প্রাতে
খুঁজি তোমাকে,
তোমার ইচ্ছামতে
চালাও আমাকে

২। পাপ ও শয়তানহইতে
রক্ষ আমাকে,
তোমার দয়া লইতে
লওয়াও আমাকে।

## ১৮ 7. 6

১। হায়, যীশুকে কি দিব ?
তিনিই আমার ধন,
তাঁর প্রীতিতে অতীব
আকৃষ্ট হইল মন।
হে প্রভু, তব জ্যোতিঃ
মোর অন্তরে জ্বালাও,
ও যাতে তোমার মতি,
তা আমাকে শিখাও।

২। পাপ-শৃঙ্খল করে্য ভগ্ন,
খ্রীষ্ট যীশু মুক্তি দেন,
যে লজ্জায় ছিলাম মগ্ন,
তা তিনি খণ্ডিলেন ;

সুশোভা এখন পাইলাম,
ও স্বর্গস্থায়ি ধন;
যে সুখের অংশী হইলাম,
তাই তৃপ্ত করে মন।

৩। হে যত ভারাপন্ন
ও অনুতাপি জন,
কি হেতু হও বিষণ্ণ ?
কি হেতু ভীত মন ?
দীনদয়াল্ ঈশ্বর যিনি,
তাঁর কৃপায় মুক্তির ফল,
সুশান্তি দিবেন তিনি,
মুছাইয়া নেত্রজল।

---

## ১৯ 7s.

১। গেল গেল দিনমান,
ধন্য ধন্য ভগবান,
তিনি দয়া কৃপাবর,
দিয়া থাকেন নিরন্তর।

২। শিশু সময় বহে যায়,
আমার পাতক অতিশয়,
ক্ষম সে সব অত্যাচার,
করে্য পুনঃ উপকার।

৩। যখন থাকি নিদ্রাতে
রাখ দৃষ্টি কৃপাতে,
যেন না হয় দুর্ঘটন,
ইহাই আমার নিবেদন।

৪। যদি তোমার দয়া পাই,
অনায়াসে নিদ্রা যাই,
প্রাতে কর দয়া দান,
উঠে যেন করি গান।

## ২০ L. M.

১। আকাশের নীচে যত জন,
স্রষ্টাকে কর আরাধন।
ত্রাণকর্ত্তা যীশুর নাম মহান্,
হউক্ সর্ব্ব দেশে তাঁহার গান॥

২ অনন্ত তোমার দয়া হয়,
হে পরমেশ্বর সত্যময়।
তোমার প্রশংসা দেশ বিদেশ
থাকিবে যাবৎ জগৎ শেষ ॥

৩। তোমার রাজত্বে সুকল্যাণ,
নাচয়ে বন্দির মুক্ত প্রাণ।
অনন্ত বিশ্রাম শ্রান্তে পায়,
দীনতার পুত্র তৃপ্ত হয় ॥

## ২১ 7s.

১। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেই জন
দিবা নিশি রাখে মন,
তাহে নিত্য সন্তোষ পায়,
ঈশ্বর কর্তৃক ধন্য হয়।

২। পাপিগণের সকল পথ
নহে তাহার অভিমত,
ত্যজি তাদের আলাপন
দূরে থাকে সর্ব্বক্ষণ।

৩। স্বসময়ে ফলবান্,
নদী তীরের বৃক্ষগণ,
যেমন অম্লান-পত্র রয়,
তদ্রূপ সেজন ধন্য হয়।

৪। পাপির সেরূপ গতি নয়,
তারা চালিত তুষের ন্যায়,
এলে মহা বিচার দিন
নিশ্চয় হবে উপায় হীন।

৫। পাপী পুণ্যবান সমান
ঈশ্বর নাহি করেন জ্ঞান,
কভু পাপী স্বর্গালয়
ধার্ম্মিক সহ নাহি রয়।

## ২২ P. M.

১। হেথা আছে নানা দুঃখ,
স্বর্গে আছে কেবল সুখ,
অতি রম্য স্থল।
শেষে আমরা গিয়া,

সেথা উত্তরিয়া,
সর্ব্ব ভয় এড়াইয়া,
পাইব কত সুমঙ্গল ॥

২। ভবে নিশ্চয় কিছু নয়,
ধন কি প্রাণ কি প্রেম প্রণয়,
আশা সব বিফল।
স্বর্গে যত ভোগ,
নাহি তার বিয়োগ,
সকল হয় অমোঘ,
সেথা হবে সুমঙ্গল ॥

৩। হেথায় পাপ ও মৃত্যু হয়,
তাহে জন্মে নরক ভয়,
দোষের বিষম ফল।
স্বর্গ পুণ্য দেশ,
পাপ ও দুঃখ লেশ
করে না প্রবেশ,
সেথায় বটে সুমঙ্গল ॥

৪। ধন্য যীশু দয়াধার,
খুলিলেন স্বর্গদ্বার,
তার্‌তে পাপিদল।

দেহে সপ্রকাশ,
ভবে কৈলেন বাস,
ইথে পাপের নাশ,
কি আশ্চর্য্য সুকৌশল ॥

৫। দুঃখ পাইলে অনুক্ষণ,
সুস্থির হইও আমার মন,
যাবে দুঃখ্ সকল।
সেই সুখ স্থান
পেয়ে আমার প্রাণ,
ভুঞ্জিবে হে ত্রাণ,
তখন হবে সুমঙ্গল ॥

৬। এখন হইও সাবধান,
লভিবারে পরিত্রাণ,
ত্যজি ঘোর অনল।
যীশু সত্য পথ,
তিনি মাত্র পথ,
ধর সেই পথ,
শেষে হবে সুমঙ্গল ॥

## ২৩ P. M.

১। স্বর্গস্থ আসন ঘেরিয়া
অসংখ্যক শিশু রয়।
আর দুঃখ নাহি ফিরিয়া,
সুখ ভুঞ্জে সমুদয়।
গাইয়া গৌরব গৌরব গৌরব ২॥

২। তাহাদের দোষ না ধরিয়া,
খ্রীষ্ট ক্ষমেন সমুদয়।
ও স্বর্গ মাঠে চরিয়া,
সুতৃপ্তি তারা পায়।
গাইয়া গৌরব গৌরব গৌরব ২॥

৩। সেই সুন্দর রম্য স্বর্গধাম,
প্রেম শান্তি নিত্য রয়।
যেখানে পূরে মনস্কাম,
সে কেমন প্রাপ্ত হয়?
গাইয়া গৌরব গৌরব গৌরব ২॥

৪। খ্রীষ্ট তাহাদিগকে তারিয়া,
স্বরক্তে ধুইলেন।

স্বপুণ্যের বস্ত্র পরাইয়া,
নির্দ্দোষী করিলেন।
গাইয়া গৌরব গৌরব গৌরব ২ ॥

৫। এ ভবে তাঁকে খুঁজিয়া,
প্রেম করিয়াছিল।
এই ক্ষণে তাঁকে দেখিয়া,
সুতৃপ্ত রহিল।
গাইয়া গৌরব গৌরব গৌরব ২ ॥

## ২৪ P. M.

১। জানি এক সুখ দেশ,
দূর অতি দূর।
সেখানে নাহি ক্লেশ,
সে ধর্ম্ম পুর।
সাধুগণ নিত্য গান,
ধন্য প্রভু ভগবান,
নিত্য হৌক তাঁহার গান,
স্তব কর হে ॥

২। আইস ঐ রম্য দেশ,
কর না গৌণ।

সন্দেহের কর শেষ,
হও যত্নবান।
আমাদের হইয়া সুখ,
দূরে থাকে পাপ ও দুঃখ,
দেখিব প্রভুর মুখ,
নিত্যানন্দে ॥

৩। সে সুন্দর দেশেতে,
স্বর্গের কনান্।
রই পিতার হস্তেতে,
প্রেম অনির্ব্বাণ।
গৌরবে দৌড়হ,
মুকুট এবং রাজ্য লও,
ঊর্দ্ধেতে রাজত্ব,
করিব হে ॥

## ২৫

C. M

১। যিরূশালেম হে সুন্দরি,
নাই তোমার তুল্য আর।

তোমাতে যেন আমারি,
হয় শেষে অধিকার ॥

২। তোমার যে প্রাচীর উচ্চতম,
সুধু তা মণিময়।
তায় কোন শত্রুর আগমন,
আর নাহি দেখা যায় ॥

৩। সেখানে মৃত্যু নাহি আর,
নাই রোদন নাহি শোক।
কারণ পাপ নাহি থাকে আর,
আর নাহি কোন রোগ ॥

৪। তাহাতে কোন মন্দির নাই,
যেহেতু মেষশাবক
নিবাসিগণের রক্ষক হয়,
যাজক ও অধ্যাপক ॥

৫। চন্দ্রের ও সূর্য্যের আবশ্যক,
আর তাহাতেও নাই।
যে কারণ যীশু মেষশাবক,
প্রজাদের জ্যোতি হয় ॥

৬। তাহাতে সকল দেশের ধন,
আনয়ন করা যায়।
হে যীশু শুধরাও মোর মন,
স্থান যেন তাহে পাই॥

৭। ঘৃণার্হ কর্ম্ম করে যে,
ও যারা মিথ্যা কয়,
না তারা প্রবেশ করিবে,
বরঞ্চ চ্যুত হয়॥

৮। যাহাদের নাম সব পাওয়া যায়,
জীবনের পুস্তকে,
তাহারা কেবল গ্রাহ্য হয়,
ঐ পুণ্য নগরে॥

## ২৬ P. M.

১। ঊর্দ্ধে আছে চিরস্থায়ী
এক রম্য দেশ;
তথা কিছু দুঃখ নাহি,
নাই কোন ক্লেশ;

নিত্য দিবা, নাহি নিশি,
নাহি রবি, নাহি শশী,
স্বয়ং প্রভু তাহার জ্যোতিঃ
নিরবশেষ।

। জীবন-নদীর জলে সিক্ত
সেই রম্য দেশ;
জীবন-বৃক্ষ শোভাযুক্ত,
যার ফল অশেষ;
সেথা নাহি মন্দকারী,
নাহি কোন দুরাচারী;
সেথা মিথ্যার অনুসারী
পায় না প্রবেশ।

। আমি পাপী কিসে পাইব
সেই রম্য দেশ?
কিসেতে বা যোগ্য হইব?
নাই পুণ্যের লেশ;
যীশু, হইও মম ত্রাতা,
তুমি মাত্র পুণ্যদাতা;
তুমি যাহার পথ ও নেতা,
সেই পায় প্রবেশ।

## ২৭ C. M.

১। যিরূশালেম্, যিরূশালেম,
হে অতি প্রিয় ধাম;
কোন্ দিনে হবে তোমাতে
সংসিদ্ধ মনস্কাম ?

২। এ নেত্র কবে দেখিবে
সে মণিতুল্য দ্বার,
ও তব পথ সুবর্ণময়
ও শোভা চমৎকার ?

৩। সুরম্য তব বসতি
সত্বরে যেন পাই;
না থাকে সেথা কোন পাপ,
ও দুঃখভোগ আর নাই।

৪। কি হেতু মম হৃদয়ে
প্রবেশে শোক ও ভয় ?
স্বর্গীয় সেই নগরী
অদূরে দৃষ্ট হয়।

১। হে প্রেয়সী যিরূশালেম,
হে পরম পুণ্য ধাম ;
সংসিদ্ধ হবে তোমাতে
এ জনের মনস্কাম।

## ২৮ 10s.

১। আনন্দে আনন্দে যাই চল যাই,
স্বর্গস্থ তেজস্বী আত্মাদের ঠাঁই।
"এস," বলেন যীশু, ডাকেন কৃপায়,
"আনন্দে গৃহেতে আইস ত্বরায়॥"

২। জগৎ যাত্রা মোদের শেষ হইতেছে,
ত্বরায় যাব মোরা ঈশ্বরের কাছে।
যীশুতে যদি প্রাণ করি অর্পণ,
আনন্দে স্বর্গে থাকিব অনুক্ষণ॥

৩। গুরু শিষ্য যারা করেছে প্রস্থান,
অপেক্ষা করিছে মোদের কারণ।
মোদের হর্ষজনক গাবে এই গান,
আনন্দে গৃহে কর আগমন॥

৪। সুশ্রাব্য বাদ্যের যে ধ্বনি তথায়,
সুখিদের বীণার যে সুস্বর হয়।
শুনে হবে মোদের শ্রবণ মোহিত,
আস্‌ছি হে যীশু হয়ে আনন্দিত॥

৫। মৃত্যু ঘট্‌তে পারে মোদের ত্বরায়,
যীশুতে থাকিয়া না করিব ভয়।
কবরের বল যীশু করেছেন নাশ,
আনন্দে যাইব মোরা নিজ বাস॥

৬। অনন্তকাল শীঘ্র হবে প্রকাশ,
মৃত্যু লজ্জিত তার রাজত্বের নাশ।
কনান্ সুখোদ্যানে করিব ভ্রমণ,
আনন্দে সুখে থাকিব অনুক্ষণ॥

---

## ২৯ 8. 7.

১। বিচার দিনের মহাশ্চর্য্য
তূরী বাদ্য অতিশয়,
লক্ষ সন্ধ্যাগর্জ্জন মত
সৃষ্টি কম্পমান করায়।

পাপি লোকের
মনে হইবে বড় ভয় ॥

। মহা বিচারকর্ত্তা দেখ,
স্বয়ং ঈশ্বর নরকায়,
যারা তাঁতে আশা করে,
তারা হবে হর্ষময়।
ও হে তারক
তখন হইও মমাশ্রয় ॥

। তাঁহার ডাকে মরা জীবে
সিন্ধু ধরা তেজিবে,
সৃষ্টি শুদ্ধ কম্পান্বিত
হইয়া তখন পলাবে।
ও রে পাপি
তখন তোমার কি হইবে ॥

। প্রভুর স্বীকার, প্রেম ও সেবা
যারা করে ক্ষিতিতে,
তিনি কহেন, ধন্য তোমরা,

২। যীশু দিলেন আপন রক্ত
পেয়ে কত শত দুঃখ,
তাতে মানুষ হইয়া মুক্ত
স্বর্গে পাইবে নিত্য সুখ।
যীশু খ্রীষ্ট
পাপি লোককে তরাইবেন।

---

## ৩২ L. M.

১। আমার সকল পাপ জানাইতে,
তাহার জন্যে ক্ষমা চাইতে,
তোমার নিকট প্রিয় যীশু,
আমি আইসি ছোট শিশু।

২। মলিন আমার হৃদয় মন,
শুদ্ধ নহে কদাচন,
কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের রক্ত,
মন্দ মনকে করে ভক্ত।

৩। প্রভুর আসন উচ্চ আছে,
হাজার দূতগণ দাঁড়ায় কাছে,
তিনি স্বর্গের মহারাজা,
সকল প্রাণী তাঁহার প্রজা।

৪। তবু আইস, বলেন যীশু,
নির্ভয় হইয়া ছোট শিশু,
আমার শান্তি পাইবা তুমি,
তোমায় ক্ষমা করি আমি।

৫। আমি স্বর্গহইতে আইলাম,
তোমার জন্যে দুঃখ পাইলাম,
এখণ আমার আশ্রয় লও,
আমার সুখের ভাগী হও।

৬। প্রভুর কথা বিশ্বাস করি,
যীশু তোমার চরণ ধরি,
আমাকে ধর্ম্মাত্মা দেহ,
মৃত্যু পরে স্বর্গে লহ॥

## ৩৩

১। গাই খ্রীষ্টের প্রেমের কীর্ত্তি
তাঁর কেমন প্রেম !
মঙ্গল দিতে আইলেন ক্ষিতি।
তাঁর কেমন প্রেম!
শিশু হইয়া জন্ম লইলেন,
অবস্থিতি হেথা কৈলেন,
মোদের জন্যে দুঃখ সৈলেন ।
তাঁর কেমন প্রেম !

২। শিশুগণকে হস্তে বহেন,
তাঁর কেমন প্রেম !
তাদের মঙ্গল চেষ্টা করেন ।
তাঁর কেমন প্রেম !
রক্ষা করেন আপন মেষে,
উদ্ধার করেন সকল ক্লেশে,
নিয়া যাচ্ছেন কনান দেশে ।
তাঁর কেমন প্রেম !

৩। তাঁহার মনের প্রেম সে কেমন,
তাঁর কেমন প্রেম !
আমার জন্যে দিলেন জীবন !
তাঁর কেমন প্রেম !
ধৈর্য্য ধরি ক্রুশে মরেন,
মোদের পাপের ক্ষমা করেন,
আপন লোককে নিভয় রাখেন।
তাঁর কেমন প্রেম !

৪। মৃত্যু পাতাল করি ত্যাজ্য,
তাঁর কেমন প্রেম !
এখন স্বর্গে করেন রাজ্য,
তাঁর কেমন প্রেম !
হেথা যিনি রক্ত দিলেন,
ঊর্দ্ধে যাজন ক্রিয়া করেন,
আপন লোকে সদয় হয়েন।
তাঁর কেমন প্রেম !

৫। স্বর্গ প্রাপ্ত হওন পর্য্যন্ত,
তাঁর কেমন প্রেম !

করি খ্রীষ্টের স্তব একান্ত,
তাঁর কেমন প্রেম !
তাঁর উদ্দেশে যাচন করি,
তাঁহার প্রেমে আস্থা করি,
এ গান করি বাঁচি মরি।
তাঁর কেমন প্রেম !

---

## ৩৪

১। ওহে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত,
দুঃখী যত জন,
যীশুর কাছে গেলে পাইবে
শান্ত মন।

২। কিরূপ চিহ্নদ্বারা তাঁকে
নিশ্চয় চিনিবে ?
তাঁকে হাতে পায়ে বিদ্ধ
দেখিবে।

৩। তাঁর কি রাজার সুন্দর মুকুট ?
এই রূপ ভূষণ তাঁর ?

স্বর্ণের রৌপ্যের নহে, কিন্তু
কণ্টকের।

৪। যদি তাঁকে প্রেমে ভজি
পুরস্কার মোর কি ?
দুঃখ, কষ্ট, শোকে ক্রন্দন
সম্প্রতি।

৫। যদি শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে
ধরি, পাইব কি ?
দুঃখের বিরাম, স্বর্গের বিশ্রাম
চিরস্থায়ী।

৬। ধন্য, ধন্য, তোমার দয়া,
প্রিয় ত্রাতা হে !
প্রভো ! আইস, কর নিবাস
আমাতে।

মরণ কালে হও প্রসন্ন,
কর আমার ত্রাণ নিষ্পন্ন,
সদা তোমার কীর্ত্তন গাই।

৩। ধন্য ধন্য, ধর্ম্মপ্রভু,
গৌরবেতে মহা বিভু,
গাই তোমার ধন্য নাম।
তারণ-কারণ ভক্তি মুক্তি,
তোমার স্থানে সর্ব্ব শক্তি ;
দিও আমায় স্বর্গ ধাম।

৪। ধন্য ২ দূতগণ সর্ব্ব,
কীর্ত্তন গাইও অত্যপূর্ব্ব,
তোমরা সর্ব্ব পুণ্যবান।
ধন্য ২ স্বর্গ, ভুবন,
নিত্য গাইও এ সংকীর্ত্তন,
যীশু খ্রীষ্টের গুণের গান।

---

## ৩৭ 8. 8. 6

১। হে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান,
অতুল্য ধন্য দয়াবান,
অনন্ত তোমার নাম।

কার সাধ্য আছে করিবার
প্রশংসা তোমার ? তা অপার,
হে সর্ব্বগুণধাম ।
২ । এক্ষণে করি ধন্যবাদ,
মনহইতে খণ্ডাব বিষাদ,
হে প্রভু দয়াময় ।
গাই তোমার প্রেমের কীর্ত্তন গান,
হে যীশু রক্ষ মম প্রাণ,
ও খণ্ডাও আমার ভয় ।
৩ । অযোগ্য আমি, পাপী জন,
কি প্রকার করি তোমার গান ?
তেজ প্রতাপে অপার ।
হে প্রভু ক্ষম অপরাধ,
এ তোমার কাছে করি সাধ,
মোর করহ উদ্ধার ।

---

## ৩৮ 8. 7.

১ । যীশু খ্রীষ্টের কৃপা সহ
পরম পিতার অশেষ প্রেম,
এবং আত্মার অনুগ্রহ,
মোদের প্রতি হউক, আমেন ।

২। তাহা পাইলে ঐক্য হইবে
পরস্পরে প্রভুতে,
কাল কাটাইব সুখ ভাবে
নিত্য আমরা ক্ষিতিতে।

---

## ৩৯

১। প্রেম যে তুমি, নিজের তুল্য
মম সৃষ্টি করিলা,
প্রেম যে তুমি, দিয়া মূল্য
মম উদ্ধার করিলা ;
প্রেম যে তুমি, আমার মন
তোমায় করি সমর্পণ।

২। প্রেম যে তুমি, সৃষ্টির পূর্ব্বে
মম মঙ্গল ভাবিলা,
প্রেম যে তুমি, নারীর গর্ব্ভে
মানুষ হইয়া জন্মিলা,
প্রেম যে তুমি, আমার মন
তোমায় করি সমর্পণ।

৩। প্রেম যে তুমি, ক্রুশোপরে
মৃত্যুর দংশন সহিলা,
প্রেম যে তুমি, আমার তরে
মঙ্গল সঞ্চয় করিলা,
প্রেম যে তুমি, আমার মন
তোমায় করি সমর্পণ।

৪। প্রেম যে তুমি, বল ও জীবন,
আলো, সত্য, আত্মা, গুণ,
প্রেম যে তুমি, নরক-বন্ধন
করিয়াছ পরাজয়।
প্রেম যে তুমি, আমার মন
তোমায় করি সমর্পণ।

৫। প্রেম যে তুমি, কবরহইতে
মম দেহ উঠাইবা,
প্রেম যে তুমি, আমায় লইতে
মহিমাতে আসিবা।
প্রেম যে তুমি, আমার মন
তোমায় করি সমর্পণ।

## ৪০

১। দিবসের হইল অন্ত, প্রভু হে,
না ছাড় তুমি আপন ভৃত্যকে।
যদিও অন্য সঙ্গী নাহি রয়,
মোর সঙ্গে থাক যীশু দয়াময়।

২। এ মর্ত্ত্য জীবন বহে বেগবান,
ও অল্প পরে হইবে অবসান।
সংসারে দেখি নিত্য কিছু নাই,
মোর সঙ্গে থাক, ওহে নিত্যস্থাই।

৩। দুঃখেও আমার হবে না বিষাদ,
দেও যদি তুমি আপন আশীর্ব্বাদ।
নাই মৃত্যুতে, নাই পরলোকে ভয়,
তোমাকে পাইলে, যীশু দয়াময়।

৪। পাপিষ্ঠ আমি ধরি তব ক্রুশ ;
মার্জ্জনা কর মম পাপ ও দোষ।
দিন যামিনী হে প্রভু সঙ্গী হও,
ও শেষে তব স্বর্গজ্যোতিঃ দেও।

## ৪১

১। এস ভারগ্রস্ত সকলে,
নাথ অতি দয়াবান ;
তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করিলে,
করিবেন বিশ্রাম দান।

যীশুর কাছে, যীশুর কাছে,
এস হে এখন ;
ত্রাণ-ধন, তিনি দেন,
কর হে গ্রহণ।

২। তিনিই পাপীর ত্রাণাধার,
কর বিশ্বাস এবে ;
তা হলে তব পাপভার
এখনি যাইবে। যীশুর কাছে—

৩। ভাবনা করিও না আর,
বৃথা গো মনেতে ;
যীশুই পাপ বোঝা তোমার
তুলেছেন ক্রশেতে। যীশুর কাছে—

৪। এস আজি মিলি সভায়,
তাঁর গকীর্ত্তনে ;

বাস করিবার তরে তথায়,
সেই মনোহর স্থানে। যীশুর কাছে—

## ৪২

১। অকাতরে সঙ্গে লও হে,
প্রিয় প্রভু যীশু নাম ;
পথে ঘাটে যেথা যাও হে,
ভুল না ও প্রিয় নাম।

আঃ কি নাম ! প্রিয় নাম !
রাখ সতত হৃদে ;
যীশুনাম ! যীশুনাম !
গাও সদা আহ্লাদে।

২। পথে একা তুমি যবে,
কর হে পরিভ্রমণ ;
যীশুনামে তোমার হবে
সব বিপদ হতে ত্রাণ। আঃ—

৩। যীশুনামই সঙ্গে করি,
যাত্রা কর দুঃখি জন ;
শোক তাপ পরিহরি,
হবে তব শান্ত মন। আঃ—

## ৪৩ 8. 7.

১। আইস, আইস, প্রভু খ্রীষ্ট,
তব দীপ্তি যেন পাই।
তুমি গুরু মোদের ইষ্ট,
মুক্তিদাতা অন্য নাই॥

২। ইস্রায়েলের রাজা তুমি,
পুণ্যদায়ী ত্রাতাবর।
সর্ব্বজাতির আশাভূমি,
দুঃখির অতি শান্তিকর॥

৩। প্রজাবর্গ তরে জাত,
শিশুভাবে অবতার।
যীশু নামে হইয়া খ্যাত,
প্রকাশিলা প্রেম্ অপার॥

৪। প্রভু, আমাদেরই মনে,
সদা অধিষ্ঠাতা হও।
আমাদিগ্‌কে তব গুণে,
আপন সন্নিধানে লও॥

## ৪৪ 78.

১। যীশু, তোমার অপেক্ষায়
সর্ব্ব সৃষ্ট বস্তু রয়।
হেথা কত দোষ ও পাপ,
অত্যাচার ও অভিশাপ।
সর্প-রাজ্য নাশিতে,
শীঘ্র আইস, প্রভু হে॥

২। চাহে তব ভক্তগণ,
সদা তোমার আগমন।
হেথা তাদের নাহি দেশ;
দুঃখমাত্র এবং ক্লেশ।
প্রজার মুক্তি সাধিতে,
শীঘ্র আইস, প্রভু হে॥

৩। এই শ্রান্ত ক্লান্ত মন,
চাহে তোমায় অনুক্ষণ।
ভবে কোন তৃপ্তি নাই,
যীশু, তব দৃষ্টি চাই।
আপন ভৃত্য তারিতে,
শীঘ্র আইস, প্রভু হে॥

## ৪৫ S.M.

১। পাপিষ্ঠ আমি যে,
কে লবে মম ভার ?
কে এমন অপরাধিকে
করিবে উপকার ?

২। আমাতে স্বাস্থ্য নাই ;
সর্ব্বাঙ্গে দোষ ও রোগ।
হায়, কোথা গেলে মুক্তি পাই,
এড়াইয়া মৃত্যুভোগ ?

৩। কৃপালু যীশু নাথ,
যথার্থ বলিদান।
তোমার যে হইল রক্তপাত,
তায় আমি করি স্নান ॥

৪। করিবা তুমি হে
সম্পূর্ণ উপকার।
পাপিষ্ঠ আমি তোমাতে
সমর্পণ করি ভার ॥

## ৪৬ 7s.

১। শুন, পরিশ্রান্ত জন,
যীশু নিকটস্থ হন।
জানেন তিনি তব ভার ;
করিবেন উপকার ॥

২। তিনি ক্রুশে মরিলেন
তোমায় যেন মুক্তি দেন।
দেখ তাঁহার রক্তপাত,
নত মাথা, বিদ্ধ হাত ॥

৩। প্রভুর সেই মৃত্যুভোগ
সুস্থ করে তব রোগ।
তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা
তোমায় দিবে সান্ত্বনা ॥

৪। যীশু যদ্যপি মহান্
তবু অতি কৃপাবান্।
ডাকেন তিনি, 'পাপী হে
আইস মম শরণে' ॥

৫। শুন তবে, দুঃখি জন,
শান্ত কর ভীত মন।

যীশুর অনুগ্রহ লও,
এবং তাঁহার শিষ্য হও ॥

---

## ৪৭ 7s.

১ । স্বীয় লোকের উদ্ধারে
যিনি দিলেন আপন প্রাণ,
তিনি তাদের মঙ্গলে
সদা করেন অবধান ॥

২ । তাদের কোন অবস্থায়
অসতর্ক তিনি নন ।
বিপদে ও পরীক্ষায়
যীশু পরম বন্ধু হন ॥

৩। শিষ্যদের দুর্ব্বলতা
নাহি করেন তুচ্ছবোধ,
শুনে তাদের অর্থনা
স্বর্গে করেন অনুরোধ ॥

৪ । কেন তবে কর শোক,
যীশুর অনুগামিগণ ?
রক্ষা পাবে তাঁহার লোক
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বক্ষণ ॥

---

## ৪৮ 7s.

১। দিবস হইল অবসান;
চিন্তা কর, মম প্রাণ।
সেই দিবস আমি চাই
যাতে কোন রাত্রি নাই॥

২। আকাশ হইল অন্ধকার;
দীপ্তি নাই দৃশ্য আর।
যীশু তুমি নিকট হও,
তব জীবন-দীপ্তি দেও॥

৩। সূর্য্য হইয়া অন্তর্হিত
নাহি থাকে উপস্থিত।
ধর্ম্মসূর্য্য যীশু হে,
উঠ আমার অন্তরে॥

৫। শ্রমে ক্লান্ত প্রাণিগণ
করে নিদ্রার অন্বেষণ।
প্রভু, আমি তোমাতেই
নিত্য শান্তি যেন পাই॥

৫। যখন হবে মৃত্যু-রাত,
যীশু, থাক আমার সাথ।
এবং স্বর্গ-দিবসে
গ্রহণ কর আমাকে॥

---

## ৪৯ L. M.

১। হে পরমাত্মা কৃপাবান,
হও আমাতে প্রকাশ্যমান,
হয় যেন প্রস্তুত আমার মন
করিতে প্রভুর উপাসন॥

২। দান কর সুবিবেচনা,
সারল্য এবং সত্যতা,
ঐ নম্র ভগ্ন আত্মা দেও
যাহাতে তুমি তুষ্ট হও॥

৩। দীনহীনের বন্ধু যীশুকে,
দর্শাইও আমার অন্তরে,
তাঁর ক্রুশে যেন শান্তি পাই,
ও তাঁহার প্রেমে মগ্ন হই॥

---

৫০ 8. 7

১। প্রিয় শিশু আইস সকল,
যীশুর কাছে আমরা যাই,
উদ্ধারকর্ত্তা তিনি কেবল,
মুক্তি পাইব তাঁহার ঠাঁই।

২। আমা পাপিগণের কারণ,
ক্রুশে তিনি মরিলেন,
তাঁতে আমরা করি গ্রহণ,
আদম যাহা হারাইলেন।

৩। যীশু প্রেমের আকর আছেন,
ইথে আমরা সাহস পাই,
মোদের মনকে টানিয়াছেন,
তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে যাই।

৪। আমরা তাঁকে ভক্তি করি
তাঁহার ইচ্ছা পালিব,
তাতে জীবন কালও পরে
সদানন্দে থাকিব॥

৫১ 7s.

১। মরে যখন যীশুর লোক,
আমরা কেন করি শোক ?
তাদের মৃত্যু মৃত্যু নয়,
জীবনের আরম্ভ হয় ॥

২। তাদের যুদ্ধ হৈল শেষ,
নাহি থাকে দুঃখের লেশ।
এখন তারা শান্তি পায়,
ত্রাতার কোলে নিদ্রা যায় ॥

৩। স্বয়ং যীশু মরিলেন,
যেন চিরজীবন দেন।
কোথায় গেলে মৃত্যুর হুল ?
কোথায় অধোলোকের বল ?

৪। যীশুর শুভাগমনে
তাঁহার লোকও উঠিবে।
দেহে মনে তেজীয়ান,
পাইবে নিত্য বাসস্থান ॥

৫২ 8. 7.

১। আমার যীশু কোথা তিনি ?
কোথায় গেলে তাঁরে পাই ?
আমার মনের ইষ্ট যিনি,
তাঁহা বিনা মর্য্যে যাই।

২। তোমার উদ্দেশ ওগো যীশু,
আশু যেন আমি পাই ;
খুঁজ আপন পালের শিশু,
নইলে প্রাণে মর্য্যে যাই।

৩। আমি অতি দীনহীন পাপী,
বড়ই আমার অপরাধ ;
আমি বড় মনস্তাপী,
কারণ আমি হই অনাথ।

৪। প্রিয় যীশুর উদ্দেশ পাইলে,
কেবল তাঁহে শান্তি হয়,
কারণ হত হইয়া ক্রুশে
করেন আমার পাপের ক্ষয়।

৫। এই কারণ যে পর্য্যন্ত
আমি তাঁরে নাহি পাই,
সে পর্য্যন্ত তাঁয় অত্যন্ত
আমি খুঁজে কাতর হই।

৬। যীশু কেবল আমার ইষ্ট,
যীশু বিনা কিছু নয়;
তাঁহার প্রেম সে কেমন মিষ্ট,
তাঁহার স্বর হয় মধুর ন্যায়।

---

## ৫৩ L. M.

১। প্রভাতে হইয়া সচেতন
পবিত্র পূজা কর মন;
সতেজে উঠে দিবাকর,
আলস্যে থাক কেন আর?

২। সযত্নে কর আপন কাজ;
কি জানি মৃত্যু হবে আজ;
ও মন রে বিচার দিবসে
কি উত্তর দিবা প্রভুকে?

৩। কদালাপ হইতে দূরে রও,
ও সদা নিষ্কলঙ্ক হও ;
যে কোন কর্ম্ম কর, মন,
তা প্রভু দেখেন সর্ব্বক্ষণ।

৪। হে ধন্য যীশু গুণাকর,
হও তুমি মম প্রভাকর ;
পাতকের অন্ধতা ঘুচাও,
ও তব দিব্য দীপ্তি দেও।

---

## ৫৪ 8. 7.

১। যদি হই সর্ব্ব প্রাপ্ত,
যেমন পাপি লোকে চায়,
ধন ও কীর্ত্তি নিত্য ২
যদি বাড়ে অতিশয়।

২। তীর্থে ২ যদি বেড়াই,
ধর্ম্ম স্থানে করি বাস,
ঘর কুটুম্ব যদি ছাড়ি,
পুণ্য করি অভিলাষ।

৩। সর্ব্ব শাস্ত্র যদি পড়ি,
চরণোদক করি পান,
দান ধ্যান স্নান করি,
তাহে হইতে নারে ত্রাণ।

৪। পাপ বিমোচন পুণ্য আশা,
তাহাতে উৎপন্ন নয়,
স্বর্গ গমন করার ভর্‌সা
অন্য স্থানে দেখ্‌তে হয়।

৫। যীশু তারক তোমার মরণ,
মাত্র জীবনের উপায়,
ধরি আমি তোমার চরণ,
তুমি আমার সত্যাশ্রয়॥

---

## ৫৫ 8. 7. 4.

১। দয়া কর আমার উপর,
ওহে যীশু কৃপাবান।
তুমি আমার নিস্তারকর্ত্তা,
তুমি সর্ব্বশক্তিমান।
শুন যীশু, শুন যীশু,
শুন আমার নিবেদন॥

২। আমি বড় অপরাধী,
আমার পাপের বড় ভার,
মর্ত্ত্যে কারো শক্তি নাহি
আমায় নিস্তার করিবার।
যীশু ছাড়া কারো নাহি,
শক্তি নিস্তার করিবার ॥

৩। শুনিয়াছি মঙ্গল ব্যাখ্যা,
শুনিয়াছি তোমার নাম,
অপমান ও দুঃখ পেয়ে,
করিয়াছ পরিত্রাণ।
বিশ্বের রক্ষা করণার্থে,
করিয়াছ জীবন দান ॥

৪। এখন মঙ্গল সংবাদ শুনি,
সর্ব্ব সৃষ্টি ভর্‌সা পায়।
প্রত্যয় করি অন্যে বলি,
খ্রীষ্টের কৃপায় রক্ষা হয়।
পাপি জনে খ্রীষ্টের নামে,
নিবেদিলে রক্ষা পায় ॥

## ৫৬ 7. 8. 7. 7.

১। আমার সুখের নাহি শেষ,
কারণ আমি যীশুর মেষ,
তিনি আমার পালক প্রিয়,
তাঁর চরাণী রমণীয়,
তিনি ডাকেন আমার নাম,
আমি তাঁহায় প্রীতিমান ॥

২। তাঁহার শাসন কঠিন নয়,
সুখে আমার সব দিন যায়,
এবং ক্ষুধা আমার যখন,
কিছুর অভাব নাহি তখন,
যত বারে তৃষিত হই,
উস্নুয়ের কাছে লইয়া যায় ॥

৩। হৃষ্টমনা হইব মুই,
ধন্য মেষ যে আমি হই,
কারণ অল্প দিনের পরে,
আমার মেষপালকের ক্রোড়ে,
সুখে পাইব বিশ্রাম স্থান,
আমি অতি ভাগ্যবান ॥

## ৫৭ 7s.

১। আঃ, আমি কি—নিঃসম্বল জন,
পাই তব রক্তেই হে জীবন,
তোর নামে নিত্য মুক্তি-ধন ;
খ্রীষ্ট, আমি আসি হে !

২। আঃ, আমি কি—দরিদ্র জন,
ও দুর্ব্বল, অক্ষম, ভ্রষ্ট মন ;
এক্ষণে তব নিকেতন,
খ্রীষ্ট, আমি আসি হে !

৩। আঃ, আমি কি—দুর্ভাগ্য জন,
অশুচি, পাপী, সর্ব্বক্ষণ ;
সব রিপু কর বিমর্দ্দন—
খ্রীষ্ট, আমি আসি হে !

৪। আঃ, আমি কি—তা জ্ঞাত হও,
ক্ষমা ও শান্তি মোরে দেও—
তোমারি জন্যে আমায় লও ;
খ্রীষ্ট, আমি আসি হে !

৫। আঃ, আমি কি—ভারাক্রান্ত,
হই তব প্রেমেই বিশ্রান্ত,
পাই কত মঙ্গল চূড়ান্ত—
খ্রীষ্ট, আমি আসি হে!

## ৫৮ C. M.

১। শুনিলাম যীশুর মধুর রব,
"হে পরিশ্রান্ত জন,
মোর মাথায় রাখ তব ভার,
বিশ্রাম পাবে তখন।"

২। অতীব ক্লান্ত, দুঃখময়
দশাতে আছিলাম;
শ্রীযীশুর কাছে আসিয়া
সুশান্তি পাইলাম।

৩। শুনিলাম যীশুর মধুর রব,
"এস হে তৃষিত জন,
অমনি দিব জীবন জল,
যা পানে হয় জীবন।

৪। তখনি যাইয়া সেখানে
পান করিনু সে জল ;
মোর তৃষ্ণা হইল নিবারিত,
খ্রীষ্ট যীশুতে কেবল।

৫। শুনিলাম যীশুর মধুর রব,
যে, "আমি দিবাকর ;
মোর প্রতি চেয়ে দেখে যে,
তার ঘুচে অন্ধকার।"

৬। এ শুনি, চেয়ে দেখিলাম
যে, তাঁতে দৃষ্ট হয়
সুখ-তারা এবং প্রভাকর,
এ জীবন যাবৎ রয়।

---

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1881.